বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

মাসিক নদী বিজ্ঞপ্তি নং-০৫

মাসঃ মার্চ/২০২০ (১ম পাক্ষিক)

(০১-০৩-২০২০ হতে ১৫-০৩-২০২০ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে)

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
নদী রাখবো পরিস্কার

নথি নং-১৮.১১.০০০০.৩৮২.৩৪.০১৯.১৭.৩৯৭ তারিখঃ ২৭/০২/২০২০ইং।

ক্রঃ নং	নৌ-পথের নাম	দুরুত্ব (কিঃ মিঃ)	শোলের নাম ও গভীরতা	নৌ-চলাচলের জন্য উম্মুক্ত	ড্রাফট সীমা (সর্বোচ্চ)
১।	নারায়ণগঞ্জ-চট্টগ্রাম	২৮২	ভাষানচর ১নং বয়া হতে ভাষানচর ২ নং বয়া এবং বয়ারচর বয়ার স্থানে ৩.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
২।	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ	৩১	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
৩।	নারায়ণগঞ্জ-ঘোড়াশাল	৪৯	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
৪।	চাঁদপুর-বরিশাল (কালিগঞ্জ হয়ে)	৯৩	বাগরদা, লালখারাবাদ-৩.৪০ মিঃ এবং উলানিয়া-৩.০৫ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
৫।	বরিশাল-পটুয়াখালী-গলাচিপা-পায়রা বন্দর	১৪৯	কবাই ২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৭৪ মিঃ *
৬।	বরিশাল-পায়রা বন্দর (দুর্গাপাশা-দশমিনা-চরকাজল হয়ে)	১৪২	দুর্গাপাশা-৩.৯৬মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
৭।	বরিশাল-খুলনা (শ্যালা নদী হয়ে)	২৪১	বন্ধ	-	-
৮।	বরিশাল-খুলনা (এমজি ক্যানেল হয়ে)	১৮৪	মাছমারা, বুড়িরডাংগা, উলুবুনিয়া, বগুড়াখাল, লুপকাটিং, ডাকরা খালের মুখ, কালীগঞ্জ, বেতিবুনিয়া, প্লানের বাজার এবং ঘষিয়াখালী ৩.৪২ মিঃ	শুধু দিনে	৩.৬৫ মিঃ *
৯।	মংলা-আংটিহারা-রায়মঙ্গল	১৩৮	চালনা, দাকোপ, বটবুনিয়া, কালিবাড়ী, আড়াশিবসা, শিংগেরনালা, বজবজা-২.৯৩ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
১০।	খুলনা-নোয়াপাড়া	৩৩	ফুলতলা, ধলগ্রাম, রানাগাতি,তালতলা ও নওয়াপাড়া -৩.২৩ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
১১।	ঢাকা-রামচর-মাদারীপুর	১৭২	খাসেরহাট, মাহিসেরচর, ফাইসাতলা, খুনেরচর ও বান্দেরহাট-২.৯২ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.০০ মিঃ *
১২।	ঢাকা-নন্দিরবাজার-হুলারহাট	২০৮	টেংরামারী- ২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.০০ মিঃ *
১৩।	বরিশাল-পটুয়াখালী (ভায়া চরাশিবলী)	৮৪	কর্ণকাঠি-২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৫০ মিঃ *
১৪।	বরিশাল-লালমোহন-ভোলা (ভায়া দূর্গাপাশা)	৮৮	নাজিরপুর এবং লালমোহন নালার মুখ-১.৫০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৫০ মিঃ *
১৫।	বরগুনা নালা (খাকদোন নদী)	৫	বরগুনা নালা-২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৫০ মিঃ *
১৬।	বরিশাল-ঝালকাঠি-পাথরঘাটা	১১৪	পাথরঘাটা খালের মুখ ৩.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৫০ মিঃ
১৭।	পটুয়াখালী-আমতলী	৪১	লাউকাঠি-১.৫০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৪৩ মিঃ *
১৮।	হরিনা (চাঁদপুর)-আলুবাজার (ভায়া লক্ষীরচর)	১০	লক্ষিরচর-বেড়াচাক্কি-২.৪৪ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৭৪ মিঃ *
১৯।	নারায়ণগঞ্জ-মতলব	৫৯	এখলাসপুর নালার মুখে-১.৫২ মিঃ, জাহিরাবাদ লঞ্চঘাট ১.৫২ মিঃ এবং আমিরাবাদ লঞ্চঘাট-১.৮৩ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.১৩ মিঃ *
২০।	ভোলা (ইলিশা)-লক্ষীপুর ফেরীরুট (মজুচৌধুরীরহাট)	৩২	মজুচৌধুরীরহাট ফেরীঘাট ১.৫২ মিঃ এবং রমনিরচর-১.৫২ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
২১।	চাঁদপুর-মাওয়া-পাটুরিয়া/আরিচা	১১৯	উত্তরচরজানাজাত-২.৯০ মিঃ	শুধু দিনে	২.৫৯ মিঃ
২২।	পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী	৫০	মালুরচর, মোহনগঞ্জ এবং চয়রা-২.৪৪ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.১৩ মিঃ
২৩।	পাটুরিয়া-সিরাজগঞ্জ-দৈখাওয়া/সাহেবের আগলা	২৮১	ভুতেরমোড়, চরভারেঙ্গা ১.৯৮ মিঃ, বিরুদাশুরিয়া (৩)- ১.৮৩ মিঃ, স্থুলচর, শুভাগাছা-১ ও ২, পাটাগ্রাম-২, ভাঙ্গুরগাছা, খোলাবাড়িরচর, কাচিরচর, জাহাজের আগলা, এবং সাহেবের আগলা -১.৮৩ মিঃ	শুধু দিনে	১.৫২ মিঃ
২৪।	শিমুলিয়া-ইলিয়াছ আহম্মেদ চৌধুরী (কাঠালবাড়ী) ফেরী ঘাট	৯	লৌহজং টার্নিং পয়েন্ট,হাজরা পয়েন্ট এবং মাগুর খন্ড- ২.৭৪ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৪৩ মিঃ
২৫।	পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরী রুট	৪.৫	পাটুরিয়া এ্যাপ্রোচ -৩.০৪ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৭৪ মিঃ
২৬।	নারায়ণগঞ্জ-ভৈরব	৯৫	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
২৭।	ভৈরব-আজমেরীগঞ্জ	১২৫	সালমা ব্রিক ফিল্ড-১.০৭ মিঃ	শুধু দিনে	০.৯১ মিঃ
২৮।	আজমেরীগঞ্জ-শেরপুর	৭১	ফয়জুল্লাপুর-১.২৩ মিঃ	শুধু দিনে	১.০৬ মিঃ
২৯।	শেরপুর-জাকিগঞ্জ	১১৬	ফেঞ্চুগঞ্জ-১.৫৩ মিঃ	শুধু দিনে	১.২১ মিঃ
৩০।	ভৈরব-ছাতক (ভায়া শিংপুর নালা)	২৩০	দোয়ালিয়া-২.৭৫ মিঃ	শুধু দিনে	২.৪৩ মিঃ
৩১।	সদরঘাট-মীরপুর ব্রীজ	১৬	শনিরবিল-৩.৯৬ মিঃ	শুধু দিনে	৩.৬৫ মিঃ
৩২।	মীরপুর ব্রীজ-আশুলিয়া	১৩	চটবাড়ী -৩.৬৫ মিঃ	শুধু দিনে	৩.৩৫ মিঃ

*** তারকা চিহ্নিত নৌ-পথের শোল এলাকাগুলো জোয়ারের সুবিধাসহ BIWTA এর পাইলট নিয়ে সতর্কতার সাথে চলাচলের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।**

১। সতর্কতাঃ ১ নং (ক) নৌ-রুটঃ এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম-চরগজারিয়া নৌ-রুটের ভাষানচর ১নং বয়া হতে হাতিয়া-১ বয়া পর্যন্ত এবং বয়ারচর-১ লাইটেড এবং বয়ারচর বয়ার স্থানে জোয়ার শুরুর কমপক্ষে ২ ঘন্টা পর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কর্তৃপক্ষের মাষ্টার পাইলটসহ চলাচল করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

সতর্কতাঃ ১ নং (খ) নৌ-রুটঃ চট্রগ্রাম-জনতাবাজার নৌ-পথের গত ১৬/১২/১৯ হতে ১৭/১২/১৯ তারিখে বাঅনৌপক-ধ্রুবতারা জাহাজ দ্বারা চট্টগ্রাম-জনতা বাজার নৌ-পথে ২২° ২৯.৩৫২ উত্তর এবং ০৯১° ০৪.৪৯৮ পূর্ব) অবস্থানে বয়ারচর-১ লাইটেড বয়া (সবুজ বাতি) ও ২২° ২৮.৭৩৮ উত্তর এবং ০৯১° ০৪.৪৪ পূর্ব) অবস্থানে বয়ারচর-২ লাইটেড বয়া (লাল বাতি) স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম হতে জনতা বাজার যাওয়ার পথে বয়ারচর-১ লাইটেড বয়াকে হাতের ডানে ও বয়ারচর-২ লাইটেড বয়াকে হাতের বামে রেখে কর্তৃপক্ষের মাষ্টার পাইলট নিয়ে সতর্কতার সহিত উক্ত এলাকা অতিক্রমের পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে নৌ-পথ পরিবর্তন হওয়ায় লাম্বুর হাট বয়াটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সতর্কতাঃ ১ নং (গ) নৌ-রুটঃ জনতাবাজার-চৌকিঘাটা-চাঁদপুর নৌ-পথের হুজুরেরখালে প্রবেশ পথে ০১টি স্ফেরিক্যাল রেক বয়া, হুজুরেরখাল-চৌকিঘাটা এরাকায় ০১টি সবুজ ও ০১টি লাইটেড বয়া (লালবাতি যুক্ত) স্থাপন করা হয়েছে। জনতাবাজার হতে চাঁদপুর আসার পথে স্ফেরিক্যাল রেক বয়াকে হাতের বামে এবং সবুজ ও লাল লালটেড বয়াকে হাতের ডানে রেখে সতর্ককার সহিত চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

সতর্কতাঃ ১ নং (ঘ) নৌ-রুটঃ চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ নৌ-পথের আমিরাবাদ নামক স্থানে লাইটেড বয়া (লালবাতি যুক্ত) স্থাপন করা হয়েছে। চাঁদপুর হতে উজানে যাওয়ার সময় লাল লালটেড বয়াকে হাতের বামে রেখে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

সতর্কতাঃ ৪ নং (ক) নৌ-রুটঃ এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ নৌ-অপারেটরদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৪/১২/১৯ইং তারিখ আনুমানিক ২২.৩০ ঘটিকার সময় বরিশাল শাখার নিয়ন্ত্রনাধীন চরকাউয়া মসজিদ সংলগ্ন টার্নিং পয়েন্টে "এমভি শাহরুখ-২" যাত্রীবাহি জাহাজ এবং "এমভি হাজী দুদু মিয়া (রহমত উল্লা)" কার্গো জাহাজ পরস্পর সংঘর্ষের কারণে "এমভি হাজী দুদু মিয়া (রহমত উল্লা)" ঘটনাস্থলেই ডুবে যায়। উক্ত নৌ-পথে দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে ডুবন্ত জাহাজের ব্রীজের মাস্তুলের উপর একটি গ্রীন বাতি এবং জাহাজের সামনে একটি গ্রীন বাতিসহ রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। ঝালকাঠি/খুলনা হতে ঢাকা/চট্রগ্রামগামী সকল নৌ-যান-কে উক্ত রেক বয়াকে হাতের ডানে এবং ঢাকা/চট্টগ্রাম হতে ঝালকাঠি/খুলনাগামী সকল নৌ-যান-কে উক্ত রেক বয়া-কে হাতের বামে রেখে বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলট নিয়ে সাবধানতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। উল্লেখ্য যে বরিশাল টার্মিনাল ঘাট হতে আগত ও নির্গত সকল যাত্রীবাহি নৌ-যানকে অত্যান্ত সাবধানতা অবলম্বন পুর্বক ঘাট হতে নৌ-যান ছাড়া/ভিড়ানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২। সর্তকতাঃ ৪নং নৌ-রুটঃ (খ) চরবাড়িয়া টানির্ং পয়েন্টে ০১টি স্ফেরিক্যাল বয়া স্থাপন করা হয়েছে। চরবাড়িয়া-০১ স্ফেরিক্যাল বয়াকে বরিশাল-ঢাকা নৌ-পথে যেতে হাতের ডানে রেখে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। পোটকারচর নামক স্থানে (শায়েস্তাবাদ নালার মুখে) টানির্ং পয়েন্টে পোর্টহ্যান্ড সাইডে একটি লাল লাইটেড বয়া এবং বাগরজা (চরশিবলী) নামক স্থানে (স্টার বোর্ড সাইডে) একটি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। বগাদিয়া নামক স্থানে ১টি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। বাউশিয়া নামক স্থানে স্থাপিত লাইটেড বয়াটি স্থানান্তর করে লতাখালের মুখে পুনঃস্থাপন করে সবুজ বাতি দেয়া হয়েছে। বয়াটিকে বরিশাল-ঢাকা যেতে হাতের ডান পাশে রেখে সর্তকতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সর্তকতাঃ ৪নং নৌ-রুটঃ (গ) এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ নৌ-অপারেটরদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল নৌ-পথের ধূলখোলা হতে মিয়ারচর পর্যন্ত এলাকায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ধুলখোলা হতে হিজলা পর্যন্ত এলাকায় স্থান ভেদে পূর্ণভাটায় ১১-১২ ফুট পানির গভীরতা রয়েছে। নিরাপদ নৌ-চলাচলের স্বার্থে ইতোমধ্যে মিয়ারচর ড্রেজিং খাড়ি হতে হিজলা পর্যন্ত নৌ-পথে ১টি লাল বাতিযুক্ত লাইটেড বয়া (মিয়ারচর লাল লাইটেড বয়া অবস্থান **Lat 22°55.415' N Ges Long 90°38.028' E**), ৪টি স্ফেরিক্যাল বয়া (মিয়ারচর স্ফেরিক্যাল বয়া-১ অবস্থান **Lat 22°55.121' N Ges Long 90°35.583' E**, মিয়ারচর স্ফেরিক্যাল বয়া-২ অবস্থান **Lat 22° 54.814' N Ges Long 90°35.179' E**, মিয়ারচর স্ফেরিক্যাল বয়া-৩ অবস্থান **Lat 22°54.594' N Ges Long 90°34.749' E**, হিজলা স্ফেরিক্যাল বয়া অবস্থান **Lat 22° 54.441' N Ges Long 90° 32.398' E**), ৫টি বিকন, আয়রন মার্কা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাঁশের মার্কা স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া চাঁদপুর-চট্রগ্রাম/বরিশাল নৌ-পথের বঙ্গেরচর এলাকায় ১টি স্ফেরিক্যাল বয়া (অবস্থান **Lat 22° 49.922' N Ges Long 90° 38.998' E**) ও ইলিশা এলাকায় ১টি সবুজ লাইটেড বয়া (অবস্থান **Lat 22° 48.977' N Ges Long 90° 38.668' E**) স্থাপন করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল ১০ ফুট ড্রাফট বিশিষ্ট নৌ-যান সমূহকে মিয়ারচরে প্রবেশ মুখে স্থাপিত লালবাতিযুক্ত লাইটেড বয়া ও ৩টি স্ফেরিক্যাল বয়াকে হাতের ডানে এবং হিজলায় স্থাপিত স্ফেরিক্যাল বয়াকে হাতের বামে যথেষ্ট পরিমানে ক্লিয়ার রেখে স্থাপিত মার্কাসমূহ অনুসরন করে সাবধানতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। এছাড়া চাঁদপুর-চট্রগ্রাম/বরিশাল নৌ-পথের বঙ্গেরচর এলাকায় স্থাপিত স্ফেরিক্যাল বয়াকে হাতের ডানে এবং ইলিশায় স্থাপিত লাইটেড বয়াকে হাতের বামে ক্লিয়ার রেখে সাবধানতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ১০ ফুটের অধিক ড্রাফট বিশিষ্ট নৌ-যান সমূহকে মিয়ারচর নৌ-পথ পরিহার করে কালীগঞ্জ/উলানিয়া নৌ-পথ ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। বালুবাহী, মালাবাহী ও তৈলবাহী জাহাজসমূহকে ফ্রি-বোট রেখে কর্তপক্ষের পাইলট নিয়ে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৩। সতর্কতাঃ ৭নং নৌ-রুটঃ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে ২১/০৩/১৬ তারিখ হতে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শ্যালা নদী অর্থাৎ শরণখোলা (বগী) হতে জয়মনিরগোল (চাঁদপাই) নৌ-পথে সব ধরনের বাণিজ্যিক নৌ-যান চলাচল বন্ধ থাকবে। বিকল্প হিসাবে ঘাসিয়াখালী-মংলা (এম জি ক্যানেল হয়ে) নৌ-রুট ব্যবহার করা যাবে।

৪। সতর্কতাঃ ৮নং ও ৯নং নৌ-রুটঃ খুলনা শিপইয়ার্ড ও সেভেনরিং সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর বিপরীত পাশে জাবুসা এলাকায় গত ১৫/০৩/১৮ইং তারিখে জিপসাম বোঝাই "এমভি বিবি-১১৩৪" নামক নৌ-যান নিমজ্জিত হয়েছে। ডুবন্ত নৌ-যানকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে উক্ত স্থানে একটি স্পেরিক্যাল রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা-চালনা-মংলা-কাউখালী নৌ-পথের কাজীবাচা নদীর হালিয়া নামক স্থানে ঘুর্নিঝড় ফনির আঘাতে গত ০৪/০৫/১৯ইং তারিখে স্লাগ বোঝাই জাহাজ "এমভি জেরিনা" নিমজ্জিত হয়। নিমজ্জিত জাহাজের নিকট একটি জিআরপি বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে মংলাগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত রেক বয়া ২টি হাতের বামে এবং মংলা হতে খুলনাগামী নৌ-যানকে বয়া ২টি হাতের ডানে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচলের পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। এছাড়া খুলনা-চালন-মংলা-কাউখালী নৌ-পথের কাজীবাচা নদীর হালিয়া নামক স্থানে ঘূর্নীঝড় ফণীর আঘাতে গত ০৪/০৫/১৯ইং তারিখ ৫৫০টন স্লাগ বোঝাই জাহাজ এমভি জেরিনা নিমজ্জিত হয় এবং নিমজ্জিত জাহাজ এমভি জেরিনার আনুমানিক ০১(এক) কি:মি: ভাটিতে পাথর বোঝাই জাহাজ এমভি আল মদিনা (এম নং-৪৮৫২) গত ১৪/০৯/১৯ইং তারিখ ০৬৩০ ঘটিকার সময় নিমজ্জিত হয়। নিরাপদ নৌ-যান চলাচলের স্বার্থে নিমজ্জিত জাহাজ ০২(দুই)টির নিকটে ০২(দুই)টি জিআরপি বয়া স্থাপন করা হয়। খুলনা হতে মংলাগামী নৌ-যান সমূহকে রেক ০২(দুই)টিকে হাতের বামে রেখে এবং মংলা হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমূহতে উক্ত রেক ০২(দুই)টিকে হাতের ডানে রেখে বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলট নিয়ে সাবধানতার সহিত চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৫। সতর্কতাঃ ১০নং নৌ-রুটঃ তরতীপুর অটো রাইস এন্ড ডাল মিল এর নিকট ডুবন্ত "ডায়মন্ড অফ নারিশা" জাহাজে একটি স্ফেরিক্যাল রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়াগামী সকল নৌ-যান সমুহকে উক্ত স্ফেরিক্যাল রেক বয়া হাতের বামে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমুহকে উক্ত বয়া হাতের ডানে রেখে এবং ভাটিপাড়া ফেরীঘাটে ডুবন্ত ফেরী ও পন্টুনে ০১টি জিআরপি সবুজ রং এর রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়াগামী সকল নৌ-যান সমুহকে উক্ত রেক বয়া হাতের বামে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমুহকে উক্ত বয়া হাতের ডানে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। এছাড়া উক্ত নৌ-পথের অভয়নগর থানার নিকট শেখ ব্রাদার্স ঘাটের অপর পার্শ্বে বৃটিশ আমলে নির্মিত নীল কুটিরের অংশ বিশেষ ভেঙ্গে নদী গর্ভে পড়ে আছে। নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষে গত ১৯/১২/২০১৮ইং তারিখ উক্ত স্থানে একটি রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়াগামী সকল নৌ-যান সমুহকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের ডানে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমুহকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের বামে রেখে বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলট নিয়ে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৬। সতর্কতাঃ ১৮নং নৌ-রুটঃ চাঁদপুর/হরিনা হতে আলুবাজারগামী নৌ-যানসমূহকে লক্ষীরচর টাওয়ারবিকনটিকে বামে রেখে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৭। সতর্কতাঃ ১৯নং নৌ-রুটঃ চাঁদপুর-নারায়নগঞ্জ নৌ-পথের আমিরাবাদ ও বাহাদুরপুর নামক স্থানসমুহে লালবাতি যুক্ত লাইটেড বয়া স্থাপন করা আছে। চাঁদপুর হতে-ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/আশুগঞ্জগামী সকল নৌ-যানসমুহকে উক্ত লাইটেড বয়াসমুহ হাতের বামে রেখে চলাচল করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৮। সতর্কতাঃ ২০ নং নৌ-রুটঃ ভোলা (ইলিশা)-লক্ষীপুর ফেরীরুট (মজুচৌধুরীরহাট) নৌ-পথের বঙ্গারচর এলাকায় ১টি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। চাঁদপুর/বরিশালগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত বয়াটি আইনানুযায়ী হাতের ডানে/বামে রেখে এবং স্থাপিত বিকন/মার্কার প্রতি লক্ষ রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৯। সতর্কতাঃ ২৩ নং নৌ-রুটঃ কাউলিয়া-দৈখাওয়া/সাহেবের আগলা নৌ-পথে বর্তমানে নদীর পানি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার কারণে শোলগুলো ডুবন্ত থাকায় কাউলিয়া হতে সাহেবের আগলা পর্যন্ত নৌ-পথের শোলগুলো অতিক্রম করার সময় জাহাজ সমূহ নিরাপদ দুরত্ব রেখে খুব সাবধানতার সাথে চলাচল করবে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতুর পিলার নং ৯, ১০ ও ১১ এর মাঝ দিয়ে জাহাজসমূহ অতিক্রম করবে।

১০। ৯। সতর্কতাঃ ২৭, ২৮ এবং ২৯ নং নৌ-রুটঃ শুধু মাত্র ৬ ফুটের নীচে ড্রাফট বিশিষ্ট নৌ-যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত।

বিঃ দ্রঃ-বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলঃ

১। পরিচালক (নৌ-সওপ), ফোন নং- ৯৫৫০৯১৮
২। অতিরিক্ত পরিচালক (নৌ-পথ), ফোন নং- ৯৫৫৭০৬০
৩। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), সদরঘাট ফোন নং- ৭১১৩৬৫০
৪। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), চাঁদপুর ফোন নং- ০৮৪১/৬৩২৮৩
৫। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), বরিশাল ফোন নং- ০৪৩১/৬৩৬৭৩
৬। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), চট্রগ্রাম ফোন নং- ০৩১/৬১০৬০০
৭। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), আরিচা ফোন নং- ৭৭১৬০৫২
৮। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), খুলনা ফোন নং- ০৪৩১/৭২০৩৪০
৯। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), সিরাজগঞ্জ ফোন নং- ০৭৫১/৬২২৫৯

পরিচালক
নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ

* দক্ষ/আভজ্ঞ সনদধারা মাষ্টার দ্বারা নো-যান পারচালনা করুন।
* পথিমধ্যে কাল বৈশাখী/স্থানীয় ঝড়ের আশংকা থাকলে নৌ-যান নিরাপদ স্থানে ভিড়িয়ে অপেক্ষা করুন।
* রাতের বেলায় াবশেষ সতকতার সাথে নো-যান পারচালনা করুন।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

মাসিক নদী বিজ্ঞপ্তি নং-০৬

মাসঃ মার্চ/২০২০ (২য় পাক্ষিক)

(১৬-০৩-২০২০ হতে ৩১-০৩-২০২০ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে)

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
নদী রাখবো পরিস্কার

নথি নং-১৮.১১.০০০০.৩৮২.৩৪.০১৯.১৭.৫১৯ তারিখঃ ১৫/০৩/২০২০ইং।

ক্রঃ নং	নৌ-পথের নাম	দুরুত্ব (কিঃ মিঃ)	শোলের নাম ও গভীরতা	নৌ-চলাচলের জন্য উম্মুক্ত	ড্রাফট সীমা (সর্বোচ্চ)
১.	নারায়ণগঞ্জ-চট্টগ্রাম	২৮২	ভাষানচর ১নং বয়া হতে ভাষানচর ২ নং বয়া এবং বয়ারচর বয়ার স্থানে ৩.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
২	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ	৩১	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
৩	নারায়ণগঞ্জ-ঘোড়াশাল	৪৯	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
৪	চাঁদপুর-বরিশাল (কালিগঞ্জ হয়ে)	৯৩	বাগরদা, লালখারাবাদ-৩.৪০ মিঃ এবং উলানিয়া-৩.০৫ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
৫.	বরিশাল-পটুয়াখালী-গলাচিপা-পায়রা বন্দর	১৪৯	কবাই ২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৭৪ মিঃ *
৬	বরিশাল-পায়রা বন্দর (দুর্গাপাশা-দশমিনা-চরকাজল হয়ে)	১৪২	দুর্গাপাশা-৩.৯৬মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
৭.	বরিশাল-খুলনা (শ্যালা নদী হয়ে)	২৪১	বন্ধ	-	-
৮.	বরিশাল-খুলনা (এমজি ক্যানেল হয়ে)	১৮৪	মাছমারা, বুড়িরডাংগা, উলুবুনিয়া, বগুড়াখাল, লুপকাটিং, ডাকরা খালের মুখ, কালীগঞ্জ, বেতিবুনিয়া, প্লানের বাজার এবং ঘষিয়াখালী ৩.৪২ মিঃ	শুধু দিনে	৩.৬৫ মিঃ *
৯.	মংলা-আংটহারা-রায়মঙ্গল	১৩৮	চালনা, দাকোপ, বটবুনিয়া, কালিবাড়ী, আড়াশিবসা, শিংগেরনালা, বজবজা-২.৯৩ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
১০	খুলনা-নোয়াপাড়া	৩৩	ফুলতলা, ধলগ্রাম, রানাগাতি,তালতলা ও নওয়াপাড়া -৩.২৩ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
১১	ঢাকা-রামচর-মাদারীপুর	১৭২	খাসেরহাট, মাইসেরচর, ফাইসাতলা, খুনেরচর ও বান্দেরহাট-২.৯২ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.০০ মিঃ *
১২	ঢাকা-নন্দিরবাজার-হুলারহাট	২০৮	টেংরামারী- ২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.০০ মিঃ *
১৩	বরিশাল-পটুয়াখালী (ভায়া চরাশিবলী)	৮৪	কর্ণকাঠি-২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৫০ মিঃ *
১৪	বরিশাল-লালমোহন-ভোলা (ভায়া দুর্গাপাশা)	৮৮	নাজিরপুর এবং লালমোহন নালার মুখ-১.৫০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৫০ মিঃ *
১৫	বরগুনা নালা (খাকদোন নদী)	৫	বরগুনা নালা-২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৫০ মিঃ *
১৬	বরিশাল-ঝালকাঠি-পাথরঘাটা	১১৪	পাথরঘাটা খালের মুখ ৩.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৫০ মিঃ
১৭	পটুয়াখালী-আমতলী	৪১	লাউকাঠি-১.৫০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৪৩ মিঃ *
১৮	হাইনা (চাঁদপুর)-আলুবাজার (ভায়া লক্ষীরচর)	১০	লক্ষিরচর-বেড়াচাক্কি-২.৪৪ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৭৪ মিঃ *
১৯	নারায়ণগঞ্জ-মতলব	৫৯	এখলাসপুর নালার মুখে-১.৫২ মিঃ, জহিরাবাদ লঞ্চঘাট ১.৫২ মিঃ এবং আমিরাবাদ লঞ্চঘাট-১.৯৮ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.০০ মিঃ *
২০	ভোলা (ইলিশা)-লক্ষীপুর ফেরীরুট (মজুচৌধুরীরহাট)	৩২	রমানিরচর ১.৫২ মিঃ এবং বুড়িরখাল -১.৬৬ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
২১	চাঁদপুর-মাওয়া-পাটুরিয়া/আরিচা	১১৯	উত্তরচরজানাজাত-২.৯০ মিঃ	শুধু দিনে	২.৫৯ মিঃ
২২	পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী	৫০	মালুরচর, মোহনগঞ্জ এবং চয়রা-২.৪৪ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.১৩ মিঃ
২৩	পাটুরিয়া-সিরাজগঞ্জ-দৈখাওয়া/সাহেবের আগলা	২৮১	বিরুদাশুরিয়া (৩)- ১.৮৩ মিঃ, স্থুলচর, বারবালা, শুভাগাছা-১ ও ২, পাটাগ্রাম-২, খাইট্টামারী, জাহাজের আগলা, এবং সাহেবের আগলা চর -১.৮৩ মিঃ	শুধু দিনে	১.৫২ মিঃ
২৪	শিমুলিয়া-ইলিয়াছ আহম্মেদ চৌধুরী (কাঁঠালবাড়ী) ফেরী ঘাট	৯	লৌহজং টার্নিং পয়েন্ট,হাজরা পয়েন্ট এবং মাগুর খন্ড- ২.৭৪ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৪৩ মিঃ
২৫	পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরী রুট	৪.৫	পাটুরিয়া এ্যাপ্রোচ -৩.০৪ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৭৪ মিঃ
২৬	নারায়ণগঞ্জ-ভৈরব	৯৫	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
২৭	ভৈরব-আজমেরীগঞ্জ	১২৫	সালমা ব্রিক ফিল্ড-১.০৭ মিঃ	শুধু দিনে	০.৯১ মিঃ
২৮	আজমেরীগঞ্জ-শেরপুর	৭১	ফয়জুল্লাপুর-১.২৩ মিঃ	শুধু দিনে	১.০৬ মিঃ
২৯	শেরপুর-জাকিগঞ্জ	১১৬	ফেঞ্চুগঞ্জ-১.৫৩ মিঃ	শুধু দিনে	১.২১ মিঃ
৩০	ভৈরব-ছাতক (ভায়া শিংপুর নালা)	২৩০	দোয়ালিয়া-২.৭০ মিঃ	শুধু দিনে	২.৪৩ মিঃ
৩১	সদরঘাট-মীরপুর ব্রীজ	১৬	শনিরবিল-৩.৯৬ মিঃ	শুধু দিনে	৩.৫০ মিঃ
৩২	মীরপুর ব্রীজ-আশুলিয়া	১৩	চটবাড়ী -৩.৬০ মিঃ	শুধু দিনে	৩.২০ মিঃ

* তারকা চিহ্নিত নৌ-পথের শোল এলাকাগুলো জোয়ারের সুবিধাসহ **BIWTA** এর পাইলট নিয়ে সতর্কতার সাথে চলাচলের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। সতর্কতাঃ ১ নং (ক) নৌ-রুটঃ এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম-চরগজারিয়া নৌ-রুটের ভাষানচর ১নং বয়া হতে হাতিয়া-১ বয়া পর্যন্ত এবং বয়ারচর-১ লাইটেড এবং বয়ারচর বয়ার স্থানে জোয়ার শুরুর কমপক্ষে ২ ঘন্টা পর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কর্তৃপক্ষের মাষ্টার পাইলটসহ চলাচল করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

সতর্কতাঃ ১ নং (খ) নৌ-রুটঃ চট্রগ্রাম-জনতাবাজার নৌ-পথের গত ১৬/১২/১৯ হতে ১৭/১২/১৯ তারিখে বাঅনৌপক-ধ্রুবতারা জাহাজ দ্বারা চট্টগ্রাম-জনতা বাজার নৌ-পথে ২২° ২৯.৩৫২ উত্তর এবং ০৯১° ০৪.৪৯৮ পূর্ব) অবস্থানে বয়ারচর-১ লাইটেড বয়া (সবুজ বাতি) ও ২২° ২৮.৭৩৮ উত্তর এবং ০৯১° ০৪.৪৪ পূর্ব) অবস্থানে বয়ারচর-২ লাইটেড বয়া (লাল

বাতি) স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম হতে জনতা বাজার যাওয়ার পথে বয়ারচর-১ লাইটেড বয়াকে হাতের ডানে ও বয়ারচর-২ লাইটেড বয়াকে হাতের বামে রেখে কর্তৃপক্ষের মাষ্টার পাইলট নিয়ে সতর্কতার সহিত উক্ত এলাকা অতিক্রমের পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে নৌ-পথ পরিবর্তন হওয়ায় লাম্বুর হাট বয়াটি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সতর্কতাঃ ১ নং (গ) নৌ-রুটঃ জনতাবাজার-চৌকিঘাটা-চাঁদপুর নৌ-পথের হুজুরেরখালে প্রবেশ পথে ০১টি স্ফেরিক্যাল রেক বয়া, হুজুরেরখাল-চৌকিঘাটা এরাকায় ০১টি সবুজ ও ০১টি লাইটেড বয়া (লালবাতি যুক্ত) স্থাপন করা হয়েছে। জনতাবাজার হতে চাঁদপুর আসার পথে স্ফেরিক্যাল রেক বয়াকে হাতের বামে এবং সবুজ ও লাল লালটেড বয়াকে হাতের ডানে রেখে সতর্ককার সহিত চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

সতর্কতাঃ ১ নং (ঘ) নৌ-রুটঃ চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ নৌ-পথের আমিরাবাদ নামক স্থানে লাইটেড বয়া (লালবাতি যুক্ত) স্থাপন করা হয়েছে। চাঁদপুর হতে উজানে যাওয়ার সময় লাল লালটেড বয়াকে হাতের বামে রেখে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

২। সতর্কতাঃ ৪ নং (ক) নৌ-রুটঃ চরবাড়িয়া টার্নিং পয়েন্টে ০১টি স্ফেরিক্যাল বয়া স্থাপন করা হয়েছে। চরবাড়িয়া-০১ স্ফেরিক্যাল বয়াকে বরিশাল-ঢাকা নৌ-পথে যেতে হাতের ডানে রেখে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। পোটকারচর নামক স্থানে (শায়েস্তাবাদ নালার মুখে) টার্নিং পয়েন্টে পোর্টহ্যান্ড সাইডে একটি লাল লাইটেড বয়া এবং বাগরজা (চরশিবলী) নামক স্থানে (স্টার বোর্ড সাইডে) একটি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। বগাদিয়া নামক স্থানে ১টি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। বাউশিয়া নামক স্থানে স্থাপিত লাইটেড বয়াটি স্থানান্তর করে লতাখালের মুখে পুনঃস্থাপন করে সবুজ বাতি দেয়া হয়েছে। বয়াটিকে বরিশাল-ঢাকা যেতে হাতের ডান পাশে রেখে সর্তকতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সর্তকতাঃ ৪নং নৌ-রুটঃ (গ) এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ নৌ-অপারেটরদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল নৌ-পথের ধূলখোলা হতে মিয়ারচর পর্যন্ত এলাকায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ধুলখোলা হতে হিজলা পর্যন্ত এলাকায় স্থান ভেদে পূর্ণভাটায় ১১-১২ ফুট পানির গভীরতা রয়েছে। নিরাপদ নৌ-চলাচলের স্বার্থে ইতোমধ্যে মিয়ারচর ড্রেজিং খাড়ি হতে হিজলা পর্যন্ত নৌ-পথে ১টি লাল বাতিযুক্ত লাইটেড বয়া (মিয়ারচর লাল লাইটেড বয়া অবস্থান **Lat 22°55.415′ N Ges Long 90°38.028′ E)**, ৪টি স্ফেরিক্যাল বয়া (মিয়ারচর স্ফেরিক্যাল বয়া-১ অবস্থান **Lat 22°55.121′ N Ges Long 90°35.583′ E,** মিয়ারচর স্ফেরিক্যাল বয়া-২ অবস্থান **Lat 22° 54.814′ N Ges Long 90°35.179′ E,** মিয়ারচর স্ফেরিক্যাল বয়া-৩ অবস্থান **Lat 22°54.594′ N Ges Long 90°34.749′ E,** হিজলা স্ফেরিক্যাল বয়া অবস্থান **Lat 22° 54.441′ N Ges Long 90° 32.398′ E),** ৫টি বিকন, আয়রন মার্কা এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাঁশের মার্কা স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া চাঁদপুর-চট্রগ্রাম/বরিশাল নৌ-পথের বঙ্গেরচর এলাকায় ১টি স্ফেরিক্যাল বয়া (অবস্থান **Lat 22° 49.922′ N Ges Long 90° 38.998′ E)** ও ইলিশা এলাকায় ১টি সবুজ লাইটেড বয়া (অবস্থান **Lat 22° 48.977′ N Ges Long 90° 38.668′ E)** স্থাপন করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল ১০ ফুট ড্রাফট বিশিষ্ট নৌ-যান সমূহকে মিয়ারচরে প্রবেশ মুখে স্থাপিত লালবাতিযুক্ত লাইটেড বয়া ও ৩টি স্ফেরিক্যাল বয়াকে হাতের ডানে এবং হিজলায় স্থাপিত স্ফেরিক্যাল বয়াকে হাতের বামে যথেষ্ট পরিমানে ক্লিয়ার রেখে স্থাপিত মার্কাসমূহ অনুসরন করে সাবধানতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। এছাড়া চাঁদপুর-চট্রগ্রাম/বরিশাল নৌ-পথের বঙ্গেরচর এলাকায় স্থাপিত স্ফেরিক্যাল বয়াকে হাতের ডানে এবং ইলিশায় স্থাপিত লাইটেড বয়াকে হাতের বামে ক্লিয়ার রেখে সাবধানতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ১০ ফুটের অধিক ড্রাফট বিশিষ্ট নৌ-যান সমূহকে মিয়ারচর নৌ-পথ পরিহার করে কালীগঞ্জ/উলানিয়া নৌ-পথ ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। বালুবাহী, মালাবাহী ও তৈলবাহী জাহাজসমূহকে ফ্রি-বোট রেখে কর্তপক্ষের পাইলট নিয়ে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৩। সতর্কতাঃ ৭নং নৌ-রুটঃ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে ২১/০৩/১৬ তারিখ হতে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শ্যালা নদী অর্থাৎ শরণখোলা (বগী) হতে জয়মনিরগোল (চাঁদপাই) নৌ-পথে সব ধরনের বাণিজ্যিক নৌ-যান চলাচল বন্ধ থাকবে। বিকল্প হিসাবে ঘাসিয়াখালী-মংলা (এম জি ক্যানেল হয়ে) নৌ-রুট ব্যবহার করা যাবে।

৪। সতর্কতাঃ ৮নং ও ৯নং নৌ-রুটঃ খুলনা শিপইয়ার্ড ও সেভেনরিং সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর বিপরীত পাশে জাবুসা এলাকায় গত ১৫/০৩/১৮ইং তারিখে জিপসাম বোঝাই “এমভি বিবি-১১৩৪” নামক নৌ-যান নিমজ্জিত হয়েছে। ডুবন্ত নৌ-যানকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে উক্ত স্থানে একটি স্পেরিক্যাল রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা-চালনা-মংলা-কাউখালী নৌ-পথের কাজীবাচা নদীর হালিয়া নামক স্থানে ঘূর্নিঝড় ফনির আঘাতে গত ০৪/০৫/১৯ইং তারিখে স্লাগ বোঝাই জাহাজ “এমভি জেরিনা” নিমজ্জিত হয়। নিমজ্জিত জাহাজের নিকট একটি জিআরপি বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে মংলাগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত রেক বয়া ২টি হাতের বামে এবং মংলা হতে খুলনাগামী নৌ-যানকে বয়া ২টি হাতের ডানে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচলের পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। এছাড়া খুলনা-চালন-মংলা-কাউখালী নৌ-পথের কাজীবাচা নদীর হালিয়া নামক স্থানে ঘূর্নীঝড় ফণীর আঘাতে গত ০৪/০৫/১৯ইং তারিখ ৫৫০টন স্লাগ বোঝাই জাহাজ এমভি জেরিনা নিমজ্জিত হয় এবং নিমজ্জিত জাহাজ এমভি জেরিনার আনুমানিক ০১(এক) কি:মি: ভাটিতে পাথর বোঝাই জাহাজ এমভি আল মদিনা (এম নং-৪৮৫২) গত ১৪/০৯/১৯ইং তারিখ ০৬৩০ ঘটিকার সময় নিমজ্জিত হয়। নিরাপদ নৌ-যান চলাচলের স্বার্থে নিমজ্জিত জাহাজ ০২(দুই)টির নিকটে ০২(দুই)টি জিআরপি বয়া স্থাপন করা হয়। খুলনা হতে মংলাগামী নৌ-যান সমূহকে রেক ০২(দুই)টিকে হাতের বামে রেখে এবং মংলা হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমূহতে উক্ত রেক ০২(দুই)টিকে হাতের ডানে রেখে বিআইডব্লিউটিএ’র পাইলট নিয়ে সাবধানতার সহিত চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৫। সতর্কতাঃ ১০নং নৌ-রুটঃ তরতীপুর অটো রাইস এন্ড ডাল মিল এর নিকট ডুবন্ত “ডায়মন্ড অফ নারিশা” জাহাজে একটি স্ফেরিক্যাল রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়াগামী সকল নৌ-যান সমুহকে উক্ত স্ফেরিক্যাল রেক বয়া হাতের বামে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমুহকে উক্ত বয়া হাতের ডানে রেখে এবং ভাটিপাড়া ফেরীঘাটে ডুবন্ত ফেরী ও পন্টুনে ০১টি জিআরপি সবুজ রং এর রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়াগামী সকল নৌ-যান সমুহকে উক্ত রেক বয়া হাতের বামে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমুহকে উক্ত বয়া হাতের ডানে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। এছাড়া উক্ত নৌ-পথের অভয়নগর থানার নিকট শেখ ব্রাদার্স ঘাটের অপর পার্শ্বে বৃটিশ আমলে নির্মিত নীল কুটিরের অংশ বিশেষ ভেঙ্গে নদী গর্ভে পড়ে আছে। নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষে গত ১৯/১২/২০১৮ইং তারিখ উক্ত স্থানে একটি রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়াগামী সকল নৌ-যান সমুহকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের ডানে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমুহকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের বামে রেখে বিআইডব্লিউটিএ’র পাইলট নিয়ে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৬। সতর্কতাঃ ১৮নং নৌ-রুটঃ চাঁদপুর/হরিনা হতে আলুবাজারগামী নৌ-যানসমূহকে লক্ষীরচর টাওয়ারবিকনটিকে বামে রেখে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৭। সতর্কতাঃ ১৯নং নৌ-রুটঃ চাঁদপুর-নারায়নগঞ্জ নৌ-পথের আমিরাবাদ ও বাহাদুরপুর নামক স্থানসমূহে লালবাতি যুক্ত লাইটেড বয়া স্থাপন করা আছে। চাঁদপুর হতে-ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/আশুগঞ্জগামী সকল নৌ-যানসমূহকে উক্ত লাইটেড বয়াসমুহ হাতের বামে রেখে চলাচল করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৮। সতর্কতাঃ ২০ নং নৌ-রুটঃ ভোলা (ইলিশা)-লক্ষীপুর ফেরীরুট (মজুচৌধুরীরহাট) নৌ-পথের বঙ্গারচর এলাকায় ১টি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। চাঁদপুর/বরিশালগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত বয়াটি আইনানুযায়ী হাতের ডানে/বামে রেখে এবং স্থাপিত বিকন/মার্কার প্রতি লক্ষ রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৯। সতর্কতাঃ ২৩ নং নৌ-রুটঃ কাউলিয়া-দৈখাওয়া/সাহেবের আগলা নৌ-পথে বর্তমানে নদীর পানি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার কারণে শোলগুলো ডুবন্ত থাকায় কাউলিয়া হতে সাহেবের আগলা পর্যন্ত নৌ-পথের শোলগুলো অতিক্রম করার সময় জাহাজ সমূহ নিরাপদ দুরত্ব রেখে খুব সাবধানতার সাথে চলাচল করবে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতুর পিলার নং ৯, ১০ ও ১১ এর মাঝ দিয়ে জাহাজসমূহ অতিক্রম করবে।

১০। ৯। সতর্কতাঃ ২৭, ২৮ এবং ২৯ নং নৌ-রুটঃ শুধু মাত্র ৬ ফুটের নীচে ড্রাফট বিশিষ্ট নৌ-যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত।

বিঃ দ্রঃ-বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলঃ

১। পরিচালক (নৌ-সওপ), ফোন নং- ৯৫৫০৯১৮
২। অতিরিক্ত পরিচালক (নৌ-পথ), ফোন নং- ৯৫৫৭০৬০
৩। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), সদরঘাট ফোন নং- ৭১১৩৬৫০
৪। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), চাঁদপুর ফোন নং- ০৮৪১/৬৩২৮৩
৫। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), বরিশাল ফোন নং- ০৪৩১/৬৩৬৭৩
৬। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), চট্রগ্রাম ফোন নং- ০৩১/৬১০৬০০
৭। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), আরিচা ফোন নং- ৭৭১৬০৫২
৮। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), খুলনা ফোন নং- ০৪৩১/৭২০৩৪০
৯। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), সিরাজগঞ্জ ফোন নং- ০৭৫১/৬২২৫৯

পরিচালক
নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ

* দক্ষ/অাভজ্ঞ সনদধারী মাষ্টার দ্বারা নো-যান পারচালনা করুন।
* পথিমধ্যে কাল বৈশাখী/স্থানীয় ঝড়ের আশংকা থাকলে নৌ-যান নিরাপদ স্থানে ভিড়িয়ে অপেক্ষা করুন।
* রাতের বেলায় াবশেষ সতকতার সাথে নো-যান পারচালনা করুন।